International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VIII, Issue-VI, November 2022, Page No.50-55
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v8.i6.2022.50-55

জগদীশ গুপ্তর গল্প 'আঠারো কলার একটি': দাম্পত্য রসায়নের অভিনব উপস্থাপন

ড.শান্তনু দলাই
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, এগরা সারদা শশিভূষণ কলেজ, এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Jagadish Gupta's Short Story 'Atharo kalar ekti' shows a small picture of the psychoanalysis of the simple relationship between husband and wife. In this story the writer dives into the subconscious world of the human mind while uncovering the complex and mysterious relationship between men and women. This is the content of this story. It cannot be overemphasized that Jagdish Gupta was a follower of Freudian theory. We can be observed that the striking similarity of the Freudian theory with this story. A long married life often creates emotional distance between husband and wife. In 'Atharo kalar ekti' the writer hits on traditional familiar notions of long married life. 'Venukar' wants to take his wife 'Janaki' to the subconscious world. And the author expresses it in an amazing way of descriptions. Because descriptions is also important in this story. 'Venukar Mandal' always wants to shake off the monotony of life and savor the novelty. He wants to get that newness romentic performance on behalf of wife 'Janaki' as the newness comes back in nature. There are no golden times in youth; despite they spent adolescence in age, not in mind. 'Venukar' think that someone has mixed water with the wine. So 'Venukar Mandal' feels his familiar life is very watery. The daily arduous labor of subsistence has increased the distance between 'Venukar' and his wife. This unattractive life is painful. As a result, 'Venukar's life has become miserable. He wants to release from boring life. So he wants to dive into the romantic married life.

Key words: Freudian psychoanalysis, married life, woman's guile, romanticism.

চাষের কাজে সাময়িকভাবে বিরতিতে বেনুকর নিবিষ্টভাবে হুঁকো টানছে আর কিছুটা দূরে জানকী পা মেলে বসে আছে। উভয়েই নীরব। 'হুঁকো টানতে টানতে বেণুকরের দৈবাৎ মনে হলো জীবনের মধুরতায় যে অপরিমেয় আস্বাদ ছিল তা যেন আর নেই। তৃষ্ণা যেন শেষ হয়ে যাচ্ছে। কেউ যেন তার আশায় জল ঢেলে দিয়েছে।'বেনুকর আকাশের দিকে খানিকটা তাকালো এবং তার চোখের ওঠা নামা লক্ষ করে জানকী জিজ্ঞেস করল কি ব্যাপার। বেণুকর তখন বলল 'কিছু না তবে শুধোচ্ছিলাম একটা কথা'। জানকী বললো 'বলো শুনি'। বেণুকর আবার একটু হাসলো। তার ধারণা হাসির দ্বারা তার পশ্চাদ্বর্তী কথার পথ সুগম হচ্ছে। তারপর বলল 'শোন্ মেয়ে মানুষের আঠারো কলা- সত্যি নাকি?' বক্তা কি বলতে চায় তা জানকী তৎক্ষণাৎ

বুঝে নিয়েছে এবং বলল 'কলা আঠারো তো নয়ই, তার ঢের বেশি- কেউ বলে ছত্রিশ, কেউ বলে চুয়ান্ন।' বেণুকর চুপ করে থাকল এবং বলল যে তার স্ত্রীর মধ্যে একটিও সে লক্ষ্য করেনি। তখন তাঁর স্ত্রী বলল' তা আশ্চর্য কী এমন! দেখাইনে তাই দেখো না।' লজ্জা পেয়ে বেণুকর ভাবতে লাগলো মনে মনে যা তিনি পেতে চান সেটা দিতে চাইছে। এই কথাটি শুনে তিনি অবাক হয়ে গেলেন। জানকী তারপর বলে 'চাষার ঘরে আবার কলা'! আচ্ছা দেখাবো।' বেণুকর মুখ ফিরিয়ে প্রস্থান করল।

এরপর থেকেই গল্পের আসল ঘটনার সূত্রপাত। বৈশাখের শেষ দিকটা বৃষ্টিতে মাটি একটু ভিজলেই চাষের কাজ শুরু করা যায়। বৃষ্টির অভাবের কারণে দুশ্চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। এরপর বৃষ্টি হলো। জানকী বলল 'এবার আমায় ছেড়ে বলদের আদর হবে।' বেণুকর বলল 'ধ্যেৎ'। জানকী বললো 'ধ্যাৎ কেন?' বেণুকর তারপর মনের কথাটা চেপে বললো 'কালই মাঠে বেরুতে হবে তো।'

পরদিন বেণুকর মাঠে গেল। জানকীও শয্যাত্যাগ করে একটা ন্যাকড়ার পুটলি নিয়ে এবং একটি ধারালো খুরপি নিয়ে সেও পুবের মাঠের দিকে ছুটছে। চাষের কাজে অবশ্যই যায়নি গেছে অন্য কোন কাজে। অপরদিকে বেণুকর লাঙ্গল করতে করতে হঠাৎ লাঙ্গলের তোলা মাটি থেকে একটি মাগুর মাছ দেখতে পায়। কৃষিজীবী বেণুকর মন্ডল কৃষিকর্ম, বলদ, লাঙ্গল, ক্ষেত-খামার, ধান, কলাই, বৃষ্টি, বৈশাখ, ছায়া, রৌদ্র প্রভৃতি সমুদয় বিস্মিত হয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল মাগুর মাছের দিকে। বেণুকর মাগুর মাছের মাথা চেপে ধরে বাড়ির দিকে ছুটল। জানকী হয়তো বৈশাখের অখাদ্য বেগুন ভাজা আর বড়িপোস্ত করবার আর আলু-কুমড়ো টক রাঁধবার কথা ভাবছে। আজ আর সেসব কিছু নয়। আজ খালি মাগুর মাছের ঝোল আর ভাত এইভাবেই আজকের দিনটা সে উপভোগ করবে। জানকী স্বামীর হাতে মাগুর মাছ দেখে জিজ্ঞাসা করলো যে কোথা থেকে সে মাছ পেল। প্রশ্নের জবাবে আদর ঢেলে বেণুকর বলল 'শুনলি তবে কি এতক্ষণ! মাঠে লাঙ্গল দিচ্ছি- হঠাৎ দেখি, মাটির ভেতর থেকে উঠেছে লাঙলের মাটির সঙ্গে এই মাছ!' এই বলে সে চোখ বড় করে তাকিয়ে রইল। কিন্ত জানকী এই কথা শুনে বলল 'মিছে কথা'। মিছে কথা! তোর দিব্যি, ভগবানের দিব্যি।' 'তবে রাখো এই হাড়ির ভেতর- খানিকটা জল দিয়ে রাখো'। এর পর পুনরায় বেণুকর জমির দিকে গেল এবং বলল যে তাড়াতাড়ি মাঠ থেকে ফিরে এসে সে মাগুর মাছের ঝোল খাবে। জানকীকে রান্না করে রাখতে বলে। জমি থেকে ফিরে মাগুর মাছের ঝোল আরাম করে খাবে বলে স্নান করতে গেল। পুকুরের জলে তাড়াতাড়ি দুটো ডুব দিয়ে উঠে পড়ল এবং জানকীকে ভাত বাড়তে বলে ভেজা কাপড় ছেড়ে এসে খেতে বসলো। বাটিতে দেখে ঝোল। ঝোল এর দিকে তাকালো এবং বললো 'আবার হিঞ্চের ঝোল করেছিস? তোর বড় রান্নার সখ!' জানকী প্রশংসা পেয়েও কথা বলল না। বেণুকর শাকের ঝোল রেখে বাড়া ভাতের চার ভাগের এক ভাগ খেয়ে তিনভাগ রেখে দিলো মাগুর মাছের ঝোলের জন্য এবং বলল 'মাছ দে।' 'জানকী স্পষ্ট বলল মাছ কোথায় পাবো?' বেণুকর বলল 'মাছ কোথায় পাবি? যে মাছ এনে দিলাম তখন, তা কী হলো?' জানকী বলল 'মাছ তুমি কখন আনলে?' বেণুকর চটে গিয়ে বলল 'মাছ আমি কখনো আনলাম? কুকুর-বেড়াল দিয়ে খাইয়েছিস বুঝি?'এইভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা তৈরি হয়। বেণুকর স্ত্রীকে মারতে উদ্যত হলে বিপন্ন প্রতিবেশিনীর আর্তনাদ শুনে আশেপাশে লোকেরা ছুটে আসে। মোড়ল নধর গোপাল চৌধুরী প্রমূখ ব্যক্তিরা আসেন। বিবাদের জটিলতা দেখে তারাও যথেষ্ট অবাক হন। অতঃপর বেণুকর মাছ পাওয়ার আদ্যোপান্ত বিবরণ দিয়ে বলতে লাগলো 'ছুটে এলুম ঘরে। বললাম, মাছের ঝোল আর ভাত খাব আজ- রাঁধ ভালো করে। বলে হাঁড়িতে জল দিয়ে রেখে গেলুম। আবার মাঠে।....চান ক'রে খেতে বসলাম- দিল হিঞ্চে শাকের ঝোল খালি। রাগ হয় না মানুষের?' প্রতিবাদিনী জানকী বললো

'শুনলে লোকের কথা। মাছ নাকি এনে দিয়েছে!' নধর চৌধুরী তাকে বোঝাতে থাকে 'বেণু ভাই, ঠান্ডা হও। মাঠের জল শুকিয়েছে কার্তিক মাসে। এটা হচ্ছে গিয়ে বোশেখ। মাটির ভেতর মাগুর মাছ তো তাজা কি মরা কোন অবস্থাতেই থাকতে পারে না।' সকলে হাসতে লাগলো। 'কালিপদ বলল 'মাথা বিগড়েছে'। জানকী বলল 'সেই মাছের ঝোল রাঁধিনি বলে আমায় মারতে উঠেছে।' নধর চৌধুরী বললো 'অকারণে মারধর করোনা বাপু! মাছ তুমি পাওনি। অসম্ভব কথা বললে চলবে কেন? আদালতে এ কথা টিকবে না।...দেখি চোখ' এই বলে নজর করে বেনুকরের চোখ দেখে নধর চৌধুরী বললো 'লাল হয়েছে'। গুণময় পাল বলল 'শুনছো বেণুকর হাত ধুয়ে ঠান্ডা জায়গায় একটু ব'সো।-এক্ষুনি সেরে যাবে। বোশেখের রোদ হঠাৎ মাথায় লাগলে চোখে এমন সব ভ্রম লোকে দেখে। সেবার আমারই হয়েছিল অমনি। মাঠ থেকে ফিরছি ঠিক দুপুর বেলা লাঙল আর গোরু দুটো নিয়ে, কিন্তু মনে হচ্ছে গরু যেন দুটো নয় চারটে।' বলতে বলতে গুণময়ই ঘটি করে জল এনে বেণুকরের হাত ধুয়ে তাকে ঠান্ডা জায়গায় বসিয়ে দিল; জানকীকে বলল ভয় নেই ভাল হয়ে যাবে।' এই বলে সবাই চলে গেল। বেণুকর ও জানকী বাড়িতে বসে থাকল। খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর জানকী একটু হাসলো তারপর বললো 'আঠারো কলা দেখতে চেয়েছিলে না! এ তারই একটি।...রাগ করো না, তোমার পায়ে ধরি।' এই কথা বলে জানকী স্বামীর পা ধরে বলল 'মাগুর মাছের ঝোল রেঁধেছি। এসো খেতে দি'গে।' রেগে থ মেরে যাওয়া বেণুকর অবশেষে উঠে খেতে গেল। অপ্রত্যাশিত চমক লাগিয়ে এইভাবে সমাপ্ত করলেন গল্পটি গল্পকার।)

জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পের শিল্পকলা দেখে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'ছোট গল্পের বিশেষ রূপ ও রস তোমার লেখায় পরিস্ফুট দেখিয়া সুখী হইলাম।'[১] আমরা জানি আধুনিক কথাশিল্পীর সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে অধিকাংশ বৈশিষ্ট্য জগদীশ গুপ্তের মধ্যে আছে। তবে যা ছিল না তা হল যৌবনের দিশাহীন চঞ্চলতা। তার কারণ জগদীশ গুপ্তের ধীর স্থির প্রৌঢ় গাম্ভীর্যই কল্লোল যুগের লেখকদের থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। যৌবনের উদ্যমতা, উল্লাস ও রোমান্টিক জীবন দৃষ্টি বা দারিদ্র্যের কষাঘাতের বদলে তীর্যক দৃষ্টি ও বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনা, ব্যক্তিক চেতনার ঊর্ধ্বে নৈর্ব্যক্তিক ভাবনা ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি জগদীশ গুপ্তের গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিজ্ঞানকে তিনি পাথেয় করেছেন যুক্তি চিন্তাধারার মাধ্যমে। ফলে তাঁর গদ্যে সমৃদ্ধ আধুনিকতা এসেছে। কিন্তু আধুনিকতার মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্যতার অনুসন্ধান করেছেন ল্যাবরেটরিতে বসে থাকা গবেষকের মত। মানব জীবনের মনোজগতে প্রচ্ছন্ন থাকা ভাবনাগুলোকে টেনে বের করে এনেছেন। রক্তমাংসের শরীরে যেসব জৈবিক প্রবৃত্তি থাকে তা তিনি অস্বীকার না করেই নিরাভরণ ভাবে বের করে এনে আটপৌরে ভাষায় উপস্থাপন করে গেছেন।

নাচন সাহা গ্রামের বেণুকর মন্ডলের কয়েক বিঘা জমি আছে। চাষের লাঙ্গল আছে। আছে একজোড়া বলদ।সবই আছে-এমনকি তার স্ত্রীও আছে। কিন্তু মনের মধ্যে একটি ক্ষোভও আছে। গল্পকার এই গল্পের বেণুকরের মনের ক্ষোভ সুনিপুণভাবে প্রকাশ করেছেন। বেণুকরের বয়স হয়েছে ছাব্বিশ আর স্ত্রীর উনিশ। চার বছর আগে বিয়ে হয়েছে কিন্তু এই চার বছর বৈবাহিক জীবন কম নয়। আসলে মুহূর্তের পর মুহূর্ত প্রতিটি সময় ধীরে ধীরে পুরনো হয়ে যায়। মনের ভাবটা এমন যেন আকূল হয়ে ওঠে। নিঃশব্দে বেণুকর ছটফট করতে থাকে, নতুনত্বের সন্ধান করতে থাকে। বেণুকরের ক্ষোভের জন্ম অনুসন্ধান করে গল্পকার পাঠকের কাছে তুলে ধরেছেন। পুরনো ও একঘেয়েমিকে মানিয়ে চলা মানুষের পক্ষে খুবই কষ্টকর এবং এখান থেকে একটি সাংঘাতিক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়, ''তা না জন্মালে যৌবনের উপর নূতন নূতন সজ্জা প্রসাধনের প্রয়োজন হ'তো না। কটাক্ষ-কৌশল বিলুপ্ত হ'য়ে যেতো। তার ওপরে, এই চার বছর ধরে যে

যৌবনোদ্দামতাকে একমাত্র জানকীরই নিজস্ব শক্তি, অর্থাৎ টেনে রাখার কলাময় রজ্জু ব'লে বেনুকরের মনে হ'তো, তা যেন এখন আর হয় না।"[২]

আসলে লাঙ্গল আর বলদের মালিক বেণুকর আশা করে স্ত্রীর কাছ থেকে একটি মানসিক মধুময় সৃজনলীলা, আশা করে রূপের পর নবরূপের অনুবর্তন ও রসের পর নবরসের উদ্ভাবন- কিন্তু তার চোখে সেসব অমিল। স্ত্রীর কাছ থেকে প্রত্যাশা করে এই ধরনের নব নব রসালাপ ও রসচর্চা। আসলে 'জগদীশের দৃষ্টিতে মানবস্বভাব ও মানবসমাজের দ্বৈরথ ডায়ালেকটিক্যাল নয়, বিপরীতের প্রতিভেদ্যতা (Interpenetration) নেই সেথা; কেবল দুই পরস্পর নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান, দুদিক থেকে এসে এ ওর ওপর শরসন্ধান করে যায়। সুতরাং ব্যক্তির পক্ষে সমাজের রূঢ় দাবির কাছে নীচু হওয়া যখন অসম্ভব হয়ে পড়ে, সমাজে দেখা দেয় নিউরোসিস।'[৩] গল্পকার গল্পের এক জায়গায় বলেছেন 'মানুষ মাত্রেই মনে মনে স্বভাবতই ও ধার্মিক এবং মানুষ মাত্রেরই স্নায়ুরোগ ভিতরে থাকে এটাই তার প্রমান।'[৪]

জগদীশ গুপ্তের ছোটগল্পে নর-নারীর সহজ-সরল সম্পর্কের মধ্যে উঠে এসেছে মনোবিকলনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছবি। নারী-পুরুষের নিগূঢ় রহস্যের জটিল গ্রন্থি উন্মোচন করতে গিয়ে মানব মনের অবচেতনে ডুব দিয়েছেন গল্পকার। প্রেমের মূলে বিকৃত কামনা, আশা ও বিশ্বাসের মাঝে হতাশা-নৈরাশ্য ইত্যাদি ফুটে উঠেছে তাঁর গল্পে। জগদীশ গুপ্ত ফ্রয়েডীয় মগ্নচৈতন্যের প্রাজ্ঞ ছিলেন এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। কিন্তু জীবনকে আঁকতে গিয়ে আশ্চর্যভাবে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের সাদৃশ্য আপনা আপনি চলে এসেছে। বহুকাল বাঙালির আচরিত একান্নবর্তী পরিবারের আড়াল করা দাম্পত্যের অনিবার্য কামকলার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। গার্হস্থ্য জীবনের এতদিনের অভ্যস্ত ধারণাকে আঘাত করেছেন 'আঠারো কলার একটি গল্প'-এ। বেণুকর তার স্ত্রী জানকীকে নিতে চেয়েছে মগ্নচৈতন্যের লীলাভূমিতে। এবং তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন লেখক অত্যাশ্চর্য ভাবে। ছলা-কলার প্রসঙ্গটিও এই গল্পে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এক পত্নী হলে এবং তার মধ্যে মোহিনীমায়ার অভাব দেখা দিলে পুরুষের লোভী চোখে তা প্রত্যক্ষ হয়। সহজ লাবণ্যের বাইরে ছলা-কলার জন্য একটু কাঙালপনা কোন্ পুরুষের নেই? বোধ হয় এই কারণেই নাচন সাহা গ্রামনিবাসী বেণুকর মন্ডল দীর্ঘকাল স্ত্রীর সহবাস করেও একটি অতৃপ্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পায়না। স্ত্রীকে একদিন তাই বলে বসল 'শুনি মেয়ে মানুষের আঠারো কলা- সত্যি নাকি?'[৫] পরে প্রশ্ন করে 'কিন্তু তোর তো একটাও দেখিনে! তা আশ্চর্য কী এমন! দেখাই নেই তাই দেখো না।'[৬] নানান কথার পরে জানকী বলল 'চাষার ঘরে কলা! আচ্ছা দেখাবো।'[৭] বৈশাখের তীব্র রৌদ্রে লাঙ্গল দিতে গিয়ে কি যেন ঠেকল, শষ্য নয়, শামুক নয়, পেল একটি জীবন্ত মাগুর মাছ। অতএব অসময়ে বাড়ি ফিরে স্ত্রীর বিস্মিত চোখের সামনে বেণুকর এসে বলল 'নে মাছ রাখ। এই মাছের ঝোল আর ভাত, আর কিছু না আজ।'[৮] খেতে বসে জানকী এনে দিল হিঞ্চের ঝোল। মাছের কথা বলতে জানকী অবাক হয়ে যায়। উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলতে থাকে। উত্তেজনার মুহূর্ত এতই জটিল হয়ে উঠেছে যে পাড়া-প্রতিবেশী ছুটে আসেন। সকলে বেণুকরের মাথা বিগড়েছে বলে পরামর্শ দেয়। তারা মাথা ঠান্ডা রাখতে এবং চেঁচামেচি না করতে বলে সবাই চলে যায়। জানকী গল্পের শেষে হাসতে হাসতে বলল 'আঠারো কলা দেখতে চেয়েছিলে না। এ তারই একটি। রাগ করো না, তোমার পায়ে ধরি'[৯] বলে জানকী সত্যই স্বামীর পা ধরে বলল, 'মাগুর মাছের ঝোল রেঁধেছি। এসো খেতে দি'গে।'[১০] জগদীশ গুপ্ত এইভাবে একটি অপ্রত্যাশিত সমাপ্তি এনে গল্পটিকে আশ্চর্যভাবে সমাপন করেছেন।

একঘেয়েমি জীবনকে দূরে সরিয়ে বেণুকর মন্ডল চিরকাল চায় নতুনত্বের স্বাদ নিতে। প্রকৃতির মাঝে

যেমন নতুনত্ব আসে ঘুরে ফিরে তেমনি জানকীর মাঝেও সেই নতুনত্ব সে ফিরে পেতে চায়। বিগতযৌবনাতো হয়নি অথচ যৌবন থাকা সত্ত্বেও সেই যৌবনের দ্রাক্ষারসে কেউ যেন জল মিশিয়ে ভীষণ জলো করে দিয়েছে। জীবিকা যাপনের কঠিন শ্রমে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি হয়েছে। এই অনাকর্ষক জীবন যন্ত্রনাময়। এরফলে বেণুকরের জীবনটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। জানকীর মধ্যে যতটুকু আছে সেটা সে নতুন করে আস্বাদন করতে চায়। বিপরীত দিকে জানকীও যেন ছলা-কলাময়ী হয়ে উঠুক এটাই তার আবদার। সকালবেলায় বেণুকর মাঠে যায়। মাঠে গিয়ে লাঙ্গল করে। বলদ তার আদেশ বুঝে চলে ও থামে। তার আদেশেই বলদ দুটি লাঙ্গল টেনে চলতে শুরু করে। 'লাঙ্গলের জোরে নিচের শুষ্ক মাটি পিন্ডের আকারে উৎপাটিত আর স্বতন্ত্র হয়ে লাঙ্গলের ফালে খনিজ মৃত্তিকার দুপাশে যেন গজিয়ে উঠছে লাগল....দেখতে ভারী আরাম, যেন অপরূপ নতুন কিছুর সৃষ্টি হচ্ছে। বেণুকরের কৃষি-স্ফূর্তি বেড়ে গেল।'[১১] সুতরাং গল্পকার এইভাবে বেণুকরের দাম্পত্য জীবনের সঙ্গে কর্ষিত ভূমির নতুনত্বের দৃশ্যকে মিলিয়ে দিয়েছেন। কৃষিজীবী বেণুকরের প্রতিবছর নতুন ফসল ফলানোর নেশা থাকে আর জানকী যদি ভূমি স্বরূপা হন তাহলে তার কাছ থেকে বেণুকরের নবান্নের আকাঙ্ক্ষা থাকবে এটাই স্বাভাবিক।

এই গল্পে নারীর জটিল ও কুটিল ছলা-কলা অভিনব রূপে প্রকাশ পেয়েছে। গল্পে দেখা যায় বেণুকর যখন নারীর কলা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তখন বিলম্ব না করে জানকী সকৌতুকে প্রশ্ন করেছে 'কার ঢং দেখে ভালো লেগেছে? না কেউ সুর ধরিয়ে দিয়েছে?'[১২] জানকীর এই মন্তব্য আমাদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ নারী-পুরুষের দাম্পত্যের ক্ষেত্রে নারীর গুরুত্বপূর্ণ একটি ভূমিকা থাকে। জগদীশ গুপ্ত এই গল্পে নারীর জয় ঘোষণা করেছেন। চার বছরের বিবাহিত জীবনে স্বামী বেণুকর যখন স্ত্রীর একঘেয়েমি আর সহ্য করতে পারছে না বা পনের বছরের স্ত্রী উনিশ বছরের হতে তার আগ্রহ কমতে শুরু করে। বেণুকর এরপর 'রূপের আবর্তন আর রসের পর উদ্ভব' দেখার প্রতীক্ষায় বসে থাকে। যৌবন-ক্ষুধার অতৃপ্তি তাকে ডুবিয়ে রেখেছে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সে বহুগামিতার আশ্রয় নেয়নি। বরং স্ত্রীর কাছেই আঠারো কলার অনুসন্ধানে ফিরেছে। রসিকা যুবতী বউ চুয়ান্ন কলার উল্লেখ করে বেণুকরকে লজ্জায় ফেলে। 'মনে মনে যার অভাব অনুভব করে বেণুকর তৃষিত হয়ে উঠেছিল সেই জিনিসটা দিতেই ব্যাপার কেমন বেখাপ্পা হয়ে উঠল।'[১৩] বেণুকর যখন লালসা পরিতৃপ্তির পথ খুঁজতে ব্যস্ত তখন ঘরে ও বাইরে দুটো দিকে সামলে জানকী খুব দ্রুত ও ব্যথিত না হয়ে সকৌতুকে সে পরিস্থিতির রাশ নিজের হাতে নিয়েছে নিপুন অভিনয়ের মাধ্যমে। প্রতিবেশী সকলের সামনে রেখে স্বামীকে স্মৃতিভ্রষ্ট ও বিকৃত মস্তিষ্ক রূপে প্রতিপন্ন করে জানকী তার লীলাময়ীত্ব প্রকাশ করবার জন্য এগিয়ে চলেছে। পরিণাম স্বরূপ ক্রোধান্বিত বেণুকর হার মানতে বাধ্য হয়। আপাত নীরব প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে জানকীর এই জয় আসলে নারীজাতির বর্তমান স্বাধীকার কে স্পষ্ট করে দেয়। নারীদের অবস্থান যে গতানুগতিকতার ধারণা থেকে আলাদা হয়ে আসছে, পুরুষের অবস্থান তা যে সম্পূর্ণ ভিন্নতর- বিশ শতকের গল্পকার জগদীশ গুপ্ত তা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এই গল্পে জানকীর যৌনপ্রেম দাম্পত্যের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়ায়নি, আবার এমনও নয় যে সে কামশীতল। অন্যদিকে তার দাম্পত্যের স্বরূপ ধরা পড়ে 'চার বছর ধরে কায়মনোবাক্যে সহযোগিতার' মধ্যে। কিন্তু সেই সহযোগিতার স্বরূপ উপলব্ধি করে রসগ্রহণ সম্ভব হয় না। যখন 'মানুষ মনে মনে স্বভাবতই অধার্মিক'। কটাক্ষ কৌশলের জন্য অপেক্ষা করে বেড়ায় সেই মন। গল্পটি ইতিবাচক ঘটনায় পরিসমাপ্তি ঘটলেও তার মধ্যে নারী ও পুরুষের দাম্পত্য ভাবনার ভিন্ন মূল্যবোধ স্পষ্টতর হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. শ্রীপর্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, 'প্রিয় কবির কাছেই লঘু পাপে গুরু দণ্ড', রবিবাসরীয়, আনন্দবাজার পত্রিকা,২১মার্চ, ২০২১,পৃষ্ঠা-২।
২. সুবীর রায়চৌধুরী সম্পাদিত, জগদীশ গুপ্তের গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫,পৃষ্ঠা-২০৫।
৩. উত্তম পুরকাইত সম্পাদিত, 'উজাগর' পত্রিকা, জগদীশ গুপ্ত সংখ্যা, উজাগর প্রকাশন, ২০১৮,পৃষ্ঠা-২০৫।
৪. সুবীর রায় চৌধুরী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২০৫।
৫. সুবীর রায় চৌধুরী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২০৬।
৬. সুবীর রায় চৌধুরী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২০৬।
৭. সুবীর রায় চৌধুরী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২০৬।
৮. সুবীর রায় চৌধুরী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২০৯।
৯. সুবীর রায় চৌধুরী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২১২।
১০. সুবীর রায় চৌধুরী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২১২।
১১. সুবীর রায় চৌধুরী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২০৮।
১২. সুবীর রায় চৌধুরী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২০৬।
১৩. সুবীর রায় চৌধুরী সম্পাদিত, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা- ২০৬।